প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের সিলেবাসে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের সিলেবাসে পূর্ণাঙ্গ ও বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হবে। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট পাওয়ার পরই এ পরিবর্তন করা হবে। তবে বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা হবে আগামী শিক্ষাবর্ষের সিলেবাসে। মাধ্যমিকের পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন সম্পর্কিত জাতীয় কমিটির সুপারিশ গ্রহণ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই জাতীয় কমিটির প্রধান অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের কমিটি মঙ্গলবার দুপুরে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সংশোধনের সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। পাঠ্যক্রমে যে পরিমার্জন করা হয়েছে তা

আসছে : পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

আসছে বড় ধরনের পরিবর্তন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরতে যাওয়ার মাঝপথে বন্ধ করে দেয়া হয় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমানের নির্দেশে। সচিব বলেন, পরবর্তীকালে এটি জানানো হবে। সংবাদ সম্মেলন শেষে কমিটির সদস্য সৈয়দ আজিজুল হক সাংবাদিকদের বলেন, 'সবকিছু লিক করার দরকার নেই। মোটা দাগে যা বলার বলা হয়েছে।'

কমিটি যে সুপারিশ জমা দিয়েছে তাতে পাঠ্যক্রমে বড় ধরনের পরিবর্তন ও সংযোজনের যে সুপারিশ করা হয়েছে তার মধ্যে ৮ম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে ৭ মার্চের ভাষণ এবং একই শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে '৭১-এর ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের করা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের হুবহু সংযোজন অন্যতম। এছাড়া ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর প্রায় প্রতিটিতেই কিছু না কিছু সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছে।

এছাড়া ৬ষ্ঠ শ্রেণীর চারুপাঠ বইয়ের 'রক্তে লেখা মুক্তিযুদ্ধ' প্রবন্ধটি বাদ দিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার তার মায়ের কাছে লেখা 'একজন মুক্তিযোদ্ধার চিঠি', আনন্দপাঠ বইয়ের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধটি বাদ দিয়ে আনোয়ার সৈয়দ হকের লেখা 'কাঠের পা', ৭ম শ্রেণীতে সপ্তবর্ণা বইয়ের ভাঙা কুলা বাদ দিয়ে রণেশ দাসগুপ্তের 'মাল্যদান', সহপাঠ বইয়ে কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলনের ১৯৭১-এর গল্পটি সংযোজন, ৮ম শ্রেণীর সাহিত্য কণিকায় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের লেখা 'রবীন্দ্রনাথের জীবনী' প্রবন্ধটি এবং বাংলা বইয়ে ৭ মার্চের ভাষণ ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে স্বাধীনতার ঘোষণাকে পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে সুপারিশ করা হয়েছে। ৯ম ও দশম শ্রেণীর বইয়ে কবি নির্মলেন্দু গুণের লেখা 'স্বাধীনতা শব্দটি কিভাবে এল' কবিতাটি সংযোজন করা হয়েছে।

সব শ্রেণীর জন্য বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিষয়ে প্রফেসর ড. জাফর ইকবাল রচিত সিরিজ বই সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বইগুলোতে প্রযুক্তি ও কম্পিউটার সম্পর্কে নানা গল্প ও প্রবন্ধ রয়েছে, যা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া ৭ম শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে বর্তমানে মোঃ ইব্রাহিমের 'কলে গড়া নকল মানুষ' বাদ দিয়ে জাফর ইকবালের লেখা 'সবার জন্য কম্পিউটার' সংযোজন করা হয়েছে।

সংশোধন ও পরিমার্জন বিদ্যমান নিয়মানুসারে আগামী শিক্ষা বর্ষের পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমদ বলেন, শিক্ষাক্রমে এতদিন যে ভুলভ্রান্তি ও মিথ্যা-বিকৃত ইতিহাস শিক্ষার্থীদের পড়ানো হচ্ছিল, তার জন্য আমরা বন্দি পাখির মতো ছটফট করেছি। এখন সুযোগ এসেছে ইতিহাসের সত্যকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার। নিরপেক্ষতা, সততা ও দায়বদ্ধতা থেকে পাঠ্যক্রমে সংশোধন ও নানা বিষয় সংযোজনের সুপারিশ করা হয়েছে। এখানে কোন ধরনের অযাচিত পক্ষপাত করা হয়নি।